গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার শেরপুর
publiclibrary.sherpur.gov.bd

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার শেরপুর এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. অনলাইন পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন ঃ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সহযোগিতায় 'অনলাইন পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার শেরপুর এর ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করা। ইতোমধ্যেই প্রকল্পটির কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. থেকে শুরু হয়েছে।

২. গ্রন্থাগার ভবন উর্দ্ধমুখী সম্পসারণ ঃ

'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যমান ভবনসমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ' প্রকল্পের আওতায় জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার শেরপুর এর বিদ্যমান ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক পাঠক সেবা নিশ্চিত করা।

৩. উপজেলা পর্যায়ে সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন ঃ

'উপজেলা সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন।

৪. ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি চালুকরণ ঃ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শেরপুর জেলায় ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি সেবা চালু করা। তিন বছর মেয়াদী (০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) এই প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।

৫. আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার শেরপুরে প্রয়োজনীয় সবধরণের আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সহ গ্রন্থাগারের সার্বিক পরিবেশের উন্নতি সাধন ঃ

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা ও গ্রন্থাগারের সার্বিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।

৭. আধুনিক তথ্য-নির্ভর সমাজ বিনির্মাণ ঃ

আধুনিক সমাজ তথ্যনির্ভর সমাজ। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন তথ্য আমাদের জানতে হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা খুব সহজেই আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পেয়ে যাই। প্রযুক্তির এই আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগারকে জনগণের জন্য একটি তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা ।

৮. শেরপুর জেলার সর্বস্তরের জনগণকে বইপাঠে আগ্রহী করা ঃ

জেলার সর্বস্তরের জনগণকে বইপাঠে আগ্রহী করার মাধ্যমে সুশিক্ষিত, দায়িত্বশীল, সচেতন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৯. সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন ঃ

মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, উন্নত জীবনবোধ গঠন, চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বচ্ছতা, জ্ঞানের ব্যপকতা, দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা, উন্নত চরিত্র এককথায় একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং সর্বোপরি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কাজ করা।